শ্রীরামপুর মিশন ও নারীশিক্ষা

মিশনারিরা যখন এদেশে শিক্ষার ওসারে ও প্রসারে ব্রতী হন, তখন মেয়েদের জন্য শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষার যে প্রবল ধারা ছিল মধ্যযুগে তা নানা কারণে মন্দীভূত হয় ও অষ্টাদশ শতকের শেষে সামাজিক কুসংস্কার এত প্রবল হয় যে, বৈধব্যের ভয় দেখিয়ে জোর করে মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা হত। সামাজিক অনুশাসনের নামে মেয়েদের ওপর তখন যে পাশবিক অত্যাচার হত, সেই

Scanned with CamScanner

পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীশিক্ষার কথা চিন্তা করার কেউ সাহস করতো না। মেয়েদের জন্য স্কুল একটিও ছিল না তবে অভিজাত বাড়ির মেয়েরা বাড়িতে বাবা, কাকাদের কাছে বিদ্যাচর্চা করত।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মিশনারিরাই প্রকৃতপক্ষে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনে প্রথম ব্রতী হন। সংস্কারান্ধ বাঙালি সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার সূচনার চেষ্টা করেন। এদেশের মেয়েদের দুঃখদুর্দশা ও চরম লাঞ্ছনা প্রথম থেকেই মিশনারিদের উদ্বেলিত করে। কিন্তু নানা কারণে তারা বেশ কিছুদিন কিছু করে উঠতে পরেননি। ১৮১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের একটি বিদ্যালয়ে বালিকাদের ভর্তি করা হয় ও চিকের আড়ালে রেখে তাদের শিক্ষাদেবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের শ্রীরামপুর মিশনের দেশীয় স্কুল সংক্রান্ত প্রথম রিপোর্টে বলা হয়েছে, "In some Instances girls have wished, and have been permitted , to partake of the Instruction imparted by the Institution." এদেশে মেয়েদের শিক্ষা দেবার এটিই প্রথম প্রয়াস। ১৮১৮ খ্রিঃ মে মাসে চুঁচুড়াতেও মেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

কলকাতায় ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের পর তিনটি মহিলা সংগঠন বালিকা বিদ্যালয় সূচনা করে। এগুলি ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি (১৮১৯), লেডিস সোসাইটি (১৮২১), লেডিস অ্যাসোসিয়েশন (১৮২৫)। এই সংগঠনগুলি ইউরোপীয় ও বহু ভারতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা লাভ করে।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দে প্রধানত ওয়ার্ডের নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশন, শ্রীরামপুর ও তার চারপাশের গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সূত্রপাত করে। ১৮২১ থেকে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মিশনের বালিকা বিদ্যালয় শুধু বাংলা নয়, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছে। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ ঃ

স্থান	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রীসংখ্যা
শ্রীরামপুর	১৩	২০
বীরভূম	৬	৪৪
ঢাকা	৫	১০০
চট্টগ্রাম	৩	৭৭
যশোহর	১	১৫
আকিয়াব (ব্রহ্মদেশ)	১	৬
এলাহাবাদ	১	৫
বেনারস	১	১৩
	৩১	৫১০

Scanned with CamScanner

দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু অঞ্চলে ১ টি করে স্কুল স্থাপিত হয়েছে সেগুলিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫ থেকে ১৫ এর মধ্যে।

এছাড়া অন্যান্য যে সব সংস্থা ছিল তাদের প্রবর্তিত বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল এরূপ।

সংস্থার নাম	প্রথম বিদ্যালয় স্থাপনের বছর	অঞ্চল	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রীসংখ্যা
ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি	১৮১৯	কলকাতা	২০	৪০০
লেডিস সোসাইটি	১৮২১	কলকাতা	৩০	৬০০
শ্রীরামপুর মিশন	১৮২১	শ্রীরামপুর ও নানা অঞ্চল	৩১	৫১০
লেডিস অ্যাসোসিয়েশন	১৮২৫	কলকাতা	১০	১৬০

তাছাড়া লন্ডন মিশনারি সোসাইটি চুঁচুড়া ও বহরমপুরে এবং চার্চ মিশনারি সোসাইটি বর্ধমান, কালনা, বাঁকুড়া এবং পরবর্তী দশকেও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, রাধাকান্তদেব, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ ভারতীয় মনীষীবৃন্দ এগিয়ে আসেন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য। তবে মিশনারিরা এদেশে নারীশিক্ষার প্রবর্তন করলেও এ ব্যাপারে খুব একটা সাফল্য তারা আনতে পারেননি।

এরপর শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার জন্য তারা কলেজ প্রতিষ্ঠার আগ্রহী হয়। কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় প্রধানত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক সরবরাহ, দেশীয় ধর্মযাজক তৈরি, প্রাচ্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের কারণে। ১৮১৮ এর ১৫ জুলাই শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—This Institution was to be a college for the instruction of Asiatic christians and other youths in Eastern Literature and western science. The aim of the college was to improve the minds of the pupils to any extent which might appear desirable, eventually supplying them instruction in every branch of knowledge peculiarly suited to promote welfare of India"এবং কলেজের স্ট্যাটুটের ১৩ নং ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, "No caste, colour or country shall bar any man from admission into Serampore college." এর আগে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। এটির পরে নাম হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ ও সরকারি কলেজ রূপে গৃহীত হয়। মিশনারিদের সুস্পষ্ট মত ছিল, "মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় না ও সর্বসাধারণের মধ্যে কখনই শিক্ষার বিস্তার সম্ভব হয় না।" অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এরা দেশীয় ভাষাকেই নির্বাচন করেন।

Scanned with CamScanner